Naya Jamana Night Edition_Layout 1 01-09-2026 21:40 Page 1

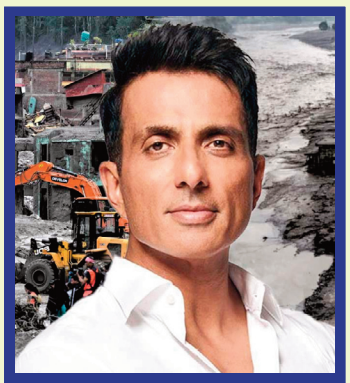



ক্ষত না শুকনো পর্যন্ত নেপালে ত্রাণ বিলোবেন সোনু সুদ

বাংলা আজ যা ভাবে

# নয়া জামানা

১৪ ভাদ্র ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৭০ সংখ্যা ।। ৮ পাতা

এবার জেন জি কণ্ঠে হনুমান চালিসা পাঠ

নেপালে ফের বন্যার হুঁশিয়ারি ! আবারও ধেয়ে আসছে হড়পা বান ?

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাট জয় এবিভিপির

আজ থেকে রাজ্য স্তায় থুতু-প্রস্রাবে জরিমানা

# বিপর্যয় মোকাবিলায় অর্জুন বাহিনী

## নবান্ন থেকে সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর

**নয়া জামানা ঃ** বিপর্যয় মোকাবিলায় রাজ্যে নতুন বাহিনী। মঙ্গলবার নবান্নে অর্জুন বাহিনীর সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জানালেন, আপাতত বাহিনীতে থাকছে ২০০ সদস্য। কলকাতার জন্য ১০০। পাহাড়ে ৫০ এবং সুন্দরবন এলাকায় ৫০। এই বিন্যাসে বাহিনী কাজ করবে দুর্যোগ মোকাবিলায়। সাম্মানিক স্বরূপ বাহিনী প্রধান বীর নায়ককে দেওয়া হবে মাসিক ৪০ হাজার। এবং সদস্য অর্থাৎ বীর দের দেওয়া হবে ২৫ হাজার। বার্ষিক ৩ শতাংশ হারে বাড়বে বেতন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিপদ সংকুল এলাকায় কাজ করবে এই বাহিনী। তাই গুরুতর আঘাত বা প্রাণহানিতে ১০ লক্ষ এবং অক্ষমতায় ৫ লাখ টাকা সুবিধা পাবেন। মূলত অবসরপ্রাপ্ত জওয়ান তথা অগ্নিবীরদের নিয়ে তৈরি হবে অর্জুন বাহিনী। ভবিষ্যতে এনডিআরএফের কায়দায় আড়েবহরে এবং প্রযুক্তিতে এই বাহিনীকে সাজিয়ে তোলা হবে বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ।তারাতলা কাণ্ডের পরে রাজ্যে বিপর্যয় মোকাবিলায় নতুন বাহিনী তৈরির সিদ্ধান্ত নেয় শুভেন্দু অধিকারী সরকার। অর্জুন বাহিনী গঠনের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই কথা মতোই এদিন নবান্ন থেকে নয়া এই বাহিনীর উদ্বোধন করেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, অন্যান্য রাজ্যের মতোই



এনডিআরএফের ধাঁচে আধুনিক বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আপাতত ২০০ জনকে নিয়ে এই বাহিনী। তবে আগামিদিনে এই বাহিনী যে আকারে আরও বাড়বে তা এদিন স্পষ্ট করে দেন শুভেন্দু অধিকারী ।শুধু তাই নয়, দিঘা, মন্দারমণি, তারাপীঠের মতো পর্যটন কেন্দ্রগুলিতেও এই বাহিনী মোতায়েন থাকবে বলেও ঘোষণা করেন তিনি ।এক্ষেত্রে সিভিল ডিফেন্স এবং অগ্নিবীরদের কাজে লাগানো হবে। এমনকী কলকাতায় এই বাহিনীর জন্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামো তৈরির কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে এদিন পূর্বতন তৃণমূল সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ইস্যুতে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের নেশায় প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির সুযোগ নিয়ে অবৈধভাবে বিল্ডিং নির্মাণ, জলজমি বুজিয়ে বাড়ি তৈরি, পর্যাপ্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এমনকী তৃণমূল সরকারের আমলে মাঝেরহাট, পোস্তা ফ্লাইওভার বিপর্যয়ের কথা তুলে ধরেও তোপ দাগেন শুভেন্দু অধিকারী।

# আজাদি স্লোগানে বিজেপিরই সুবিধা !

## মূল ইস্যুতে ফিরতে চায় সিপিএম

নয়া জামানা ঃ বারবার রাস্তায় নেমে আজাদি স্লোগান তোলার প্রবণতা আদতে বিজেপি-আরএসএসকেই রাজনৈতিক সুবিধা করে দিচ্ছে বলে মনে করছে সিপিএমের একাংশ। তাঁদের যুক্তি, এই স্লোগানকে হাতিয়ার করে লাল ঝান্ডাধারীদের দেশদ্রোহী তকমা দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে গেরুয়া শিবির। সম্প্রতি কল্যাণীতে অনুষ্ঠিত দলের রাজ্য কমিটির বর্ধিত অধিবেশনে একাধিক প্রতিনিধি এই বিষয়ে পর্যালোচনার দাবি তোলেন ।দলের একাংশের বক্তব্য, প্রয়োজন ছাড়া বারবার আজাদি স্লোগান তোলায় বামেদের মূল দাবি- রুটি, রুজি ও কর্মসংস্থানের প্রশ্ন থেকে জনমানসের নজর সরে যাচ্ছে, যার সুযোগ নিচ্ছে বিরোধীরা। যদিও সিপিএম স্পষ্ট করেছে, আজাদি কোনওভাবেই দেশবিরোধী স্লোগান নয়, তবু আন্দোলনের মূল ইস্যু যাতে চাপা না পড়ে, সে বিষয়ে সতর্ক হতে চাইছে দল ।পার্টির একাংশ মনে করিয়ে দিচ্ছে, অতীতে তৃণমূল আমলে জয় বাংলা, খেলা হবে-র মতো স্লোগান ঘিরেও রাজনৈতিক মেরুকরণ তৈরি হয়েছিল, যার ফলে দাবিভিত্তিক আন্দোলন মূল অভিমুখ হারিয়েছিল। একই কৌশল এবার বিজেপি-আরএসএস নিতে পারে বলে আশঙ্কা কমরেডদের। তবে স্লোগান নিষিদ্ধ করার প্রশ্ন নয়, বরং তার প্রয়োগ ও প্রেক্ষাপট নিয়ে সতর্কতা জরুরি বলে মত পার্টির ।সিপিএমের একাংশের বক্তব্য, প্রতিপক্ষের তৈরি বিতর্কে না জড়িয়ে মানুষের রুটি-রুজি, কাজ, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দাবিকে সামনে রেখেই বৃহত্তর জনসমাজকে আন্দোলনে সামিল করাই এখন দলের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মনে করছেন কমরেডরা।

# ক্যামাক স্ট্রিট কাণ্ডে থানায়

# হাজিরা অভিষেকের

## বেরিয়েই বিজেপিকে নিশানা

**নয়া জামানা ঃ** ক্যামাক স্ট্রিট কাণ্ডে মঙ্গলবার দুপুরে শেক্সপিয়র সরণি থানায় হাজিরা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্যামাক স্ট্রিটের দলীয় কার্যালয় থেকে বিলবোর্ড খোলা নিয়ে কলকাতা পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার



অভিযোগে তাঁকে তলব করা হয়েছিল। সেই তলবে সাড়া দিয়েই থানায় হাজির হন তিনি এবং প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন পুলিশ আধিকারিকরা ।দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ শেষে থানা থেকে বেরিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন অভিষেক। তাঁর অভিযোগ, দলীয় কার্যালয়ের বিলবোর্ড খোলা ও ফায়ার অডিট নিয়ে পুলিশ যে তৎপরতা দেখিয়েছে, তা যদি এক মাস আগে বিজেপি সরকার দেখাত, তাহলে তারাপীঠের হোটেল বা মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেলে ঘটে যাওয়া অগ্নিকাণ্ডের মতো ঘটনা এড়ানো যেত এবং এতগুলি প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হত। একই সঙ্গে ভোটের আগে আলিপুর প্রশাসনিক ভবনের অগ্নিকাণ্ড নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি ।গত বৃহস্পতিবার ক্যামাক স্ট্রিটের ঘটনায় কোনও শ্লীলতাহানির অভিযোগ অস্বীকার করে অভিষেক দাবি করেন, সেদিন তৃণমূল কর্মীদের সিঁড়ি দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং হেফাজতে থাকাকালীন তাঁদের হেনস্তা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। বিজেপিকে নিশানা করে তিনি বলেন, রাজনৈতিকভাবে লড়াই করার ক্ষমতা না থাকায় ভয় পেয়েই এমন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ।থানা থেকে বেরিয়ে বিজেপিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে অভিষেক বলেন, তাদের যা ক্ষমতা আছে, তা প্রয়োগ করতে পারে।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 01-09-2026 21:40 Page 2



# মক্তবের ইমাম থেকে সম্প্রীতির অগ্রনায়ক নজরুল

মোহাম্মদ সাদউদ্দিন

আর্থিক দৈনতা থাকলেও চুরুলিয়ার 'কাজী' পরিবারের ইতিহাসটা কিন্তু গৌরবময়। সুদূর বাগদাদ থেকে নানান পথ বেয়ে বিহারের হাজীপুর। সেখান থেকে বর্তমান পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রাম। রাজা নরত্তোম দাসের বিচার বিভাগের সঙ্গে সামিল হওয়া। নজরুল ইসলামের পরিবার ছিল যথার্থই 'কাজী'। কী মধ্যযুগ বা কী ব্রিটিশ যুগ, বিচার কার্য জানতে হলে আরবি-পার্সি-উর্দু-তুর্কি ভাষার উপর দক্ষতা থাকতে হয়। অভিজাত মুসলিম পরিবারের সন্তানদের জ্ঞান-অর্জনের প্রাথমিক ক্ষেত্রভূমি ছিল মখতব(প্রাথমিক বিদ্যালয়)। আর পাঁচটা মুসলিম পরিবারের মতো নজরুলের প্রাথমিক শিক্ষাটা এই মখ তবেই। আরবি-পার্সি-উর্দুতে যেমন জ্ঞান অর্জন করেন, তেমনি নজরুল গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে বাংলা-ইংরেজি-বিজ্ঞান-ইতিহাসের তালিম নেন।মখতবের পাঠ শেষ করে মখতব সংলগ্ন মসজিদে ইমামতির কাজও করতেন। সুরেলা কণ্ঠে আজানও দিতেন। বাউণ্ডুলে নজরুল এর মধ্যেই কি সীমাবদ্ধ থাকতে পেরেছিলেন? না, কখনোই না। চুরুলিয়া গ্রামের হিন্দু পরিবারগুলির সঙ্গে নজরুলের অবাধ যাতায়াত ছিল। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কাছ থেকেই সংস্কৃত শিখে গীতি-বেদ-পুরান ধাতস্হ করে নেন। ব্রাহ্মণ মা-বোনেরা নজরুলকে ডাকতেন তারাক্ষ্যাপা নামে।শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে পড়া কালীন নজরুলের দ্বিতীয় ভাষা ছিল সংস্কৃত। আট-নয় বছর বয়সে পিতৃহারা হন নজরুল। দারিদ্রের চাপ পড়ে তার মাথার উপর। এই দারিদ্রের জন্যই তাকে তার নিজ চাচা বজলে করিমের সঙ্গে লেটোর দলে গান করতে হয়েছে। আবার কখনো মাংসের দোকানে চাকুরি করতে হয়েছে। দারিদ্রের কারণেই দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে ক্লাসের 'ফার্স্ট বয়' নজরুল পড়াশোনা ছেড়ে চলে যান প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বাঙালি পল্টনে যোগ দিতে। করাচি সেনানিবাসে থাকাকালীন তার লেখ ালেখি চর্চার খামতি ছিল না। তার সঙ্গে থাকতো ওমর খৈয়াম, দিওয়ান হাফিজ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনাবলী।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা, পাশাপাশি রুশ বিপ্লবের ধ্বনি তাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। আবার স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ, পরবর্তীতে খিলাফৎ আন্দোলন, গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ ও অহিংস আন্দোলন, তারও পরে ভারত ছাড়ো আন্দোলন সেদিনের কিশোর থেকে তরুণ কাজী নজরুল ইসলামকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী ধারাও নজরুলকে প্রভাবিত করেছে।সুচতুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দুই সমাজের সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীনতা আন্দোলনকে দুর্বল করেছে। তাই নজরুল দুটি সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করতে সম্প্রীতিকেই বেছে নেন। 'মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান /মুসলিম তার নয়নমণি হিন্দু তাহার প্রাণ' অথবা তার বিখ্যাত 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতায় সদর্পে ঘোষণা করেন,'হিন্দু না ওরা মুসলিম?এই জিজ্ঞাসে কোন জন/কাণ্ডারী বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার'। আর 'সাম্যবাদী'কবিতার 'মানুষ' অংশে আমাদের শিক্ষা দিলেন, 'গাহি সাম্যের গান/মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান'। যেন এক চাবুক। সাম্যবাদকে তিনি নানাভাবে উপলব্ধি করেছেন।

তাই ভাবতে অবাক লাগে মসজিদের বা মখ তবের ইমাম থেকে তিনি হয়ে গেলেন সম্প্রীতির অগ্রনায়ক । এই নজরুলই কমিউনিস্ট অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীতের ইংরেজি থেকে বাংলার প্রথম অনুবাদক। ইতিহাসটা কি কম গৌরবময়?

আসলে ধর্মপ্রাণ বা ধর্মভীরু ব্যক্তিত্ব যে সহনশীল, অসাম্প্রদায়িক, নির্লোভ, মিশুকে , সমন্বয়বাদী হতে পারেন ভারতে কিন্তু তার বিস্তর নজির রয়েছে। এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে সুফিবাদ বা ভক্তিবাদের একটা সমন্বয়ের ধারা ছিল। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, কবীর, সাধক লালন ফকির,ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, আমীর খসরু, ওমর খৈয়াম , মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, খান আব্দুল গফফর খান, নিজামুদ্দিন আউলিয়া, খাজা মৈনুদ্দিন চিশতি অথবা শাহাজাদা দারাশুকোর ভারতে ভক্তিবাদ বা সুফিবাদের সমন্বয়বাদী ধারা প্রবাহিত ছিল। নজরুল ছিলেন সেই ধারারই যথার্থই উত্তরসূরী।

কুমিল্লার কাঁদিরপাড়ের সেনগুপ্ত পরিবারের আশালতা সেনগুপ্ত বা দুলির সঙ্গে নজরুলের বিয়ে হয়। পরবর্তীতে তিনি হয়ে গেলেন সকলের প্রিয় প্রমীলা নজরুল। এই সেনগুপ্ত পরিবারের আসল বাড়ি মানিকগঞ্জ। যাইহোক,নজরুল তার সন্তানদের নাম দিয়েছিলেন , কৃষ্ণ মহম্মদ(আজাদ কামাল),কাজী অরিন্দম (বুলবুল), কাজী সব্যসাচী (সানি) ও কাজী অনিরুদ্ধ (নিনি)। লক্ষ্য করার বিষয় যে, সন্তানদের নামকরণের মধ্যেও সম্প্রীতি ইতিহাস চেতনা কী সুন্দর । বড়ছেলের ভালো নাম আজাদ কামাল। ডাকনাম কৃষ্ণ মহম্মদ। কী সুন্দর ইতিহাস চেতনা ও সম্প্রীতি। তুরস্কের বীর মোস্তাফা কামাল আতাতুর্কের বিজয় নজরুলকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই নজরুল লিখলেন 'কামাল পাশা' নামক একটি কালজয়ী কবিতা। 'ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই/অসুর-পুরে সুর উঠেছে জোরসে সামাল -সামাল তাই/কামাল !তু নে কামাল কিয়া ভাই !/হো হো কামাল তু নে কামাল কিয়া ভাই !/লেফট ! রাইট! লেফট ! !/লেফট !রাইট ! লেফট' ! !

এই কবিতা যেন এক গণজাগরণের গণকণ্ঠ। আসা যাক আরেকটি ঘটনার কথায়। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে নজরুলের প্রিয় বন্ধু নলীনাক্ষ সান্যাল। সেই বাড়িতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে নজরুল আমন্ত্রিত। সেখানে নজরুলের প্রথম সারিতে বিয়ের ভোজ খাওয়া নিয়ে বিরাট ঝড়। উচ্চ বর্ণবাদীরা তো একেবারেই বিদ্রোহী নজরুলের ব্যাপারে। কিন্তু নলীনাক্ষ সান্যাল তো একেবারেই নাছোড়বান্দা। তিনি নজরুলকে প্রথম সারিতেই বসিয়ে বিয়ের ভোজ খাইয়ে ছেড়েছেন। এই ঘটনকে কেন্দ্র করে নজরুলের বিখ্যাত কবিতা ও গান 'জাতের বজ্জাতি'। এই কবিতা ও গানটি নজরুলের বিখ্যাত 'বিষের বাঁশি' কাব্যগ্রন্হের অন্তর্গত। কবিতার প্রথম স্তবকের কথার মধ্যে যেন খ াপ খোলা তরবারি। 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াত খেলছ জুয়া /ছুলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া?/ হুঁকোর জল আর ভাতের হাড়ি ,ভাবলি এতেই জাতির জান/তাই ত বেকুব করলি তোরা এক জাতিকে এক শ' খান'। যে কবিতা নজরুলকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে গেছে, সেই যুগান্ত সৃষ্টিকারী 'বিদ্রোহী' কবিতায় ধর্মীয় মিথ গুলি কী সুন্দর গেঁথেছেন। একেবারে সফল পরিবেশন। 'খে াদার আসন আরশ ছেদিয়া' কিংবা ' ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন' ইত্যাদি কথাগুলো সেকালে বলা কিন্তু খুব সহজ ছিল না। ঐ যুগান্ত সৃষ্টিকারী কবিতার মধ্যে কীভাবে বিভিন্ন ধর্মের মিথগুলি তিনি সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। 'মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ', 'ভীম ভাসমান মাইন', 'ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুঙ্কার', 'পিনাক পানির ডমরু ত্রিশুল ধর্মরাজের দণ্ড', ''শ্যামের হাতের বাঁশরি', ' জাহান্নামের হাসি', ' হাভিয়া দোজাখ', 'বাসুকির ফণা', ' অর্ফিয়াসের বাঁশরি' হিসাবে তিনি 'আমিকে' বিশেষিত করেছেন। হিন্দু-মুসলিম-গ্রীক মিথ মিলেমিশে একাকার। একেই বলে সম্প্রীতির বাঁধুনি।

নজরুল তখন গ্রামফোন কোম্পানিতে চাকুরি করছেন। গান লিখে ও সুর দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই জনপ্রিয়। নজরুলের গানের সংখ্যা বিতর্ক রয়েছে। নানান জন নানান যুক্তি খাড়া করেন। আমি সেই বিতর্কে যেতে চাইছি না। কিন্তু এইটুকুই বলতে পারি যে, নজরুল সঙ্গীতের একটা বড় স্হান জুড়ে রয়েছে শ্যামা সঙ্গীত ও ইসলামী সঙ্গীত এবং গজল। শতাধিক শ্যামা সঙ্গীত লেখার পরে তিনি নজরুল ইসলামী সঙ্গীতে হাত দেন।

গ্রামোফোন কোম্পানিতে বিখ্যাত ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাসউদ্দিনের অনুরোধে এই ইসলামী সঙ্গীত লেখেন। সেই রমজান মাসের শেষেরদিকে তিনি লিখলেন' ও মন রমযানেরই রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ /তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানি তাগিদ'। সেই গানে নজরুল সুর দিলেন। কণ্ঠ দিলেন আব্বাসউদ্দিন। রমযান মাসেই সেই ক্যাসেট কিনলেন হিন্দু-মুসলিম সকলেই। কী মোহিনী শক্তি ছিল নজরুলের। এই নজরুল যে কলমে লিখলেন, 'ওরে নীলযমুনার জল বলরে মোরে বল কোথায় ঘনশ্যাম আমার কৃষ্ণ ঘনশ্যাম' আবার সেই কলম থেকে বেরিয়ে এলো ,' খোদার প্রেমে শরাব পিয়ে বেহুঁশ হয়ে রই পড়ে/ ছেড়ে মসজিদ আমার মুর্শিদ এলো যে ঐ পথ ধরে'। চারিদিকে শুধু অভাব আর অভাব। আর এই আর্থিক অনটনের মধ্যেও কলকাতা মহানগরীতে বারবার নজরুলকে বাসা বদল করতে হয়। কিন্তু ৪২-৪৩ বছর বয়স পর্যন্ত সৃষ্টি কোনোদিন থেমে থাকেনি। আর এই সৃষ্টির মধ্যে ছিল সম্প্রীতি, নিরপেক্ষতা, সমন্বয় বিশাল অংশ জুড়ে। সারাটা জীবন সম্প্রীতির সাধনা করেছেন।১৯৪২ সালে বাকরুদ্ধ হলেন।

১৯৪২-৭২ সাল পর্যন্ত কখনো কলকাতার ক্রিস্টোফার রোডের বাড়িতে আবার কখনো টালা পার্কের বাড়িতে মূক-বধির জীবনযাপন করতে হয়েছে। আমাদের সৌভাগ্য দক্ষিণ এশিয়ায় এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্র একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হল।

সদ্যভূমিষ্ট হওয়া একটি রাষ্ট্রের স্হপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তাকে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে নিয়ে গেলেন বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ২৪ মে। তাকে বাংলাদেশে সবধরণের সর্বোচ্চ সম্মান জানানো হয়েছে । তার সেবার জন্য সব ধরণের ব্যবস্হা করে সদ্য যুদ্ধ বিধ্বস্হ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র । তাকে সব আমলেই সম্মান জানানো হয়,তা সে জিয়াউর রহমানের আমলে হোক বা এরশাদের আমলেই হোক। তাই আমরা বলতে পারি, মক্তবের ইমাম থেকে নজরুল সম্প্রীতির অগ্রনায়ক । আজ তিনি আন্তর্জাতিকও।

লেখক কলকাতার একজন কলামিস্ট, প্রাবন্ধিক ও কবি সৌ ঃ দৈনিক আজাদি।

৩

গঙ্গাপাড়ের গল্প

১ সেপ্টেম্বর ।। ২০২৬

নয়া জামানা

# সাংবাদিকদের জন্য বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
## পেনশন-বোনাস-স্বাস্থ্যবিমার সুবিধায় সকলেই

**নয়া জামানাঃ** রাজ্যের সাংবাদিকদের জন্য একগুচ্ছ সুবিধার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, এবার থেকে রাজ্যের সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক পেনশন বাবদ মাসে পাবেন ৫ হাজার টাকা। শুধু তাই নয়, বর্তমানে কর্মরত সাংবাদিকরাও আসন্ন পুজোর আগে পাবেন বিশেষ বোনাস। পাশাপাশি রাজ্যের সব সাংবাদিক মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনার আওতাতেও আসবেন বলে জানান তিনি ।বেশ কয়েক বছর আগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের জন্য পেনশন প্রকল্প চালু করেছিলেন, যেখানে মাসিক ২৫০০ টাকা করে পেতেন প্রাপকরা। তবে সেই সুবিধা পেতেন শুধুমাত্র যাঁদের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ছিল, অর্থাৎ মূলত ফিল্ডে কর্মরত সাংবাদিকরা। যেহেতু এই কার্ড ইস্যু হয় সংস্থার গুণমান যাচাইয়ের ভিত্তিতে, তাই ডেস্কে কর্মরত বহু সাংবাদিক বছরের পর বছর কাজ করলেও এই সরকারি সুবিধার বাইরে থেকে যেতেন। এবার তাঁদের কথা মাথায় রেখেই নতুন ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু জানান, এবার থেকে অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড না থাকলেও অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকরা পেনশনের সুবিধা পাবেন। এতদিন পুজোর আগে যে সামান্য বোনাস পেতেন অ্যাক্রিডিটেশনধারী সাংবাদিকরা, তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩ হাজার টাকা। এক্ষেত্রেও অ্যাক্রিডিটেশন কার্ডের প্রয়োজনীয়তা তুলে দেওয়া হয়েছে- আবেদনকারী যে কোনও সাংবাদিকই এই পুজো বোনাস পাবেন ।সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমালোচনা বা গঠনমূলক আলোচনা করতে কোনও বাধা নেই, প্রয়োজনে দেখা করতেও আসা যাবে। তবে দেশপ্রেমের প্রশ্নে সকলকে কঠোর অবস্থান নিয়ে চলার আহ্বান জানান তিনি। তাঁর কথায়, দেশ দুর্বল বা অস্থির হয়, এমন কোনও কাজ করা উচিত নয়। সরকারের বা দলের সমালোচনা করা গেলেও দেশপ্রেমের বিষয়ে কোনওরকম শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট করে দেন তিনি। পাশাপাশি এমন কোনও ভাষা ব্যবহার না করার অনুরোধও জানান, যা কারও ধর্মীয় আস্থায় আঘাত করতে পারে।

# যাদবপুর ক্যাম্পাসেই জাতীয়তাবাদী সম্মেলনের ডাক বিজেপির

**নয়া জামানাঃ** দেশবিরোধী দেওয়াল লিখন নিয়ে বিতর্কের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের চর্চায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এবার লাল দুর্গ বলে পরিচিত এই ক্যাম্পাসের ভিতরেই জাতীয়তাবাদী সম্মেলনের আয়োজন করছে বিজেপি। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর ত্রিগুণা সেন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে ওই কর্মসূচি, যেখানে উপস্থিত থাকবেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এবং জিষ্ণু বসু-সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতা। বন্দে মাতরম কর্মসূচির পর এটিই বিজেপির পরবর্তী উদ্যোগ, যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে ।আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই ও আরএসএস-অনুমোদিত সংগঠন এবিভিপির মধ্যে সংঘাত ছড়ায় যাদবপুর ক্যাম্পাসে। রাতে হামলার অভিযোগ ও পালটা মিছিলে উত্তেজনা তৈরি হয়। জিবি বৈঠক ঘিরে ক্যাম্পাস উত্তাল হয়ে ওঠার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন, যাদবপুর দীর্ঘদিন ধরে




দেশবিরোধীদের মদত দিয়ে আসছে। তাঁর নির্দেশেই ক্যাম্পাস থেকে দেশবিরোধী দেওয়াল লিখন মুছে ফেলা হয় ।রেড স্যালুট কিষেণজি, টুকরে টুকরে গ্যাং, কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি-র মতো স্লোগান নিয়ে কড়া অবস্থান নেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে, এমনকি সামাজিক মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ভিডিও প্রকাশও করেন। এরপরই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই দেওয়াল লিখন মুছে দেয়। এই আবহেই ক্যাম্পাসে জাতীয়তাবাদী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নিল বিজেপি, যাকে রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, যাদবপুর ক্যাম্পাস দেশদ্রোহীদের আখড়া হয়ে উঠেছে, যদিও অধিকাংশ পড়ুয়া রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থেকে শুধু পঠনপাঠনেই মনোযোগী বলে জানা যাচ্ছে। একাংশের অভিযোগ, বাম জমানা শেষ হলেও ক্যাম্পাসে তাদের প্রভাব এখনও রয়ে গিয়েছে, যার জেরেই এমন দেওয়াল লিখন ও স্লোগানের চর্চা চলে।

# রাস্তা নোংরা করলেই জরিমানা
## মঙ্গলবার থেকে কার্যকর নতুন বিধি

**নয়া জামানাঃ** ক্ষমতা বদল স্রেফ রাজনৈতিক পরিবর্তন নয় এরাজ্যে। বরং সমস্ত ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা। এমন কথা বারবার শোনা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যের অন্যান্য মন্ত্রীদের গলায়। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই রাজ্যের শহর-সহ গোটা বাংলাকে পরিচ্ছন্ন করতে পথে নেমে কাজে হাত দিয়েছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। পথঘাট নোংরা করলে জরিমানার ঘোষণা করেছেন তিনি ।মঙ্গলবার,সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকেই তা কার্যকর হল। রাস্তায় থুতু ফেলা, প্রস্রাব করা থেকে পথের ধারে বেআইনি গাড়ি পার্কিং, বালি-সিমেন্ট ফেলে রাখা হলে ন্যূনতম ১০০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা গুনতে হবে। এনিয়ে আজ নিজের দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠক করেন বিস্তারিত জানান অগ্নিমিত্রা পাল ।সাংবাদিক বৈঠক থেকে মন্ত্রীর ঘোষণা,আমাদের নিজেদের পরিবেশটাকে একটু সুন্দর, সুস্থ রাখার দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। এ শহরের রাস্তাঘাটের সঙ্গে অন্যান্য শহরের তুলনাই চলে না। সেসব শহর অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। আমরাও তা না করতে পারলে অন্যদের সঙ্গে পাল্লা দেব কীভাবে? আমি আগেই বলেছিলাম, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখতেই হবে। এতদিন যা চলত, এখন আর চলবে না। এতদিন ধরে প্রচার করা হয়েছে। আজ থেকে আমরা রাস্তা অপরিষ্কারে জরিমানা চালু করলাম। একটা ন্যূনতম টাকা জরিমানা হিসেবে নেওয়া হবে। পথে থুতু ফেললে বা মলমূত্র ত্যাগ করলে ১০০ থেকে ২০০ টাকা আদায় করা হবে।শুধু থুতু ফেলা বা মলমূত্র ত্যাগ করাই নয়, রাস্তার ধারে বেআইনিভাবে গাড়ি পার্কিং বা বাড়ি তৈরির সময়ে রাস্তার ধারে বালি, সিমেন্ট, স্টোনচিপসের মতো নির্মাণ সামগ্রী বা আবর্জনা ফেলে রাখলেও তা



অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। সেক্ষেত্রেও একই অর্থ জরিমানা আদায় করা হবে। অগ্নিমিত্রা পাল আরও জানিয়েছেন, ১২০ মাইক্রনের নিচে প্লাস্টিক ব্যাগ অর্থাৎ যাতে পরিবেশ দূষিত হয়, এমন ব্যাগ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও জরিমানা দিতে হবে। তবে এই জরিমানা নগদে নয়, নেওয়া হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রীর বক্তব্য, এমনটা ভাবার কারণ নেই যে আমরা সাধারণ মানুষের উপর জরিমানা চাপিয়ে টাকা আদায় করছি। সেটা আমাদের মূল লক্ষ্য নয়। মূল লক্ষ্য হল, জনতাকে সচেতন করা। এধরনের শাস্তি হলে তবে মানুষ নিজে সচেতন হবে।

# রাজ্যে বকেয়া পুরভোট নিয়ে তৎপর কমিশন
## বুধেই জেলাশাসকদের নিয়ে বৈঠক

**নয়া জামানাঃ** রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা পুরসভা ভোট আয়োজনের লক্ষ্যে প্রশাসনিক প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। বুধবার বেলা ১১টায় কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে যে সমস্ত জেলায় পুরভোট বাকি রয়েছে, সেই জেলাগুলির জেলাশাসকদের নিয়ে জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে ।তবে এই বৈঠকের ঠিক আগের দিন, অর্থাৎ মঙ্গলবার হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে কমিশন জানিয়েছিল, একাধিক বিচারাধীন নির্বাচনী মামলার জেরে বহু ইভিএম ও সিসিটিভি ফুটেজ আইনি সংরক্ষণে আটকে থাকায় অবিলম্বে ভোট ঘোষণা করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে বর্তমানে মোট ২৬টি নির্বাচনী মামলা বিচারাধীন, যার নিষ্পত্তি না হলে বহু ইভিএম মুক্ত করা যাচ্ছে না ।যে সমস্ত পুরনিগম ও পুরসভায় ভোট বাকি, তার মধ্যে রয়েছে কলকাতা, হাওড়া, বিধাননগর, দুর্গাপুর ও শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পাহাড়ের কার্শিয়াং, মিরিক, কালিম্পং, রায়গঞ্জ, বুনিয়াদপুর, ধূপগুড়ি ছাড়াও বালি, ডোমকল, পূজালি, পাঁশকুড়া, হলদিয়া, কুপার্স ক্যাম্প ও নলহাটির মতো পুরসভা ।সম্প্রতি বিধানসভায় বিল পাশ করে কলকাতা ও হাওড়ার ওয়ার্ড সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে, এবং একই ভাবে দুর্গাপুর ও শিলিগুড়ি কর্পোরেশনেও আসন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। রাজ্যে পালাবদলের পর একাধিক পুরবোর্ডে




প্রতিনিধিদের পদত্যাগের জেরে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একাধিকবার জানিয়েছেন, কোনও প্রশাসকই ছয় মাসের বেশি দায়িত্বে থাকবেন না, তার আগেই ভোট করানোর পক্ষে রাজ্য সরকার।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 01-09-2026 21:40 Page 4



# সম্পাদকীয়

১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। মঙ্গলবার

## মেসি ঃ এক যুগের বিদায়

ফুটবলের মাঠে শেষ বাঁশি বেজেছে।কিন্তু কিছু বিদায় কখনও শুধুই বিদায় নয়।কিছু বিদায় একটি সময়ের সমাপ্তি ঘোষণা করে।লিওনেল মেসির আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত তেমনই এক মুহূর্ত।আর্জেন্টিনার নীল-সাদা জার্সি এবার থেকে হয়তো নতুন কোনও নায়কের শরীরে উঠবে।কিন্তু সেই জার্সির সঙ্গে যে আবেগ, যে স্বপ্ন, যে ইতিহাস মিশে গেছে তার নাম মেসি।২০২৬ বিশ্বকাপের ফাইনালে স্পেনের কাছে আর্জেন্টিনার হার দিয়ে শেষ হল মেসির আন্তর্জাতিক ফুটবলের দীর্ঘ অধ্যায়।একজন ৩৯ বছরের ফুটবলারের কাছে এর চেয়ে কঠিন পরিসমাপ্তি আর কী হতে পারে!বিশ্বকাপের মঞ্চ, ফাইনাল, সামনে শিরোপা আর শেষ পর্যন্ত পরাজয়।কিন্তু মেসিকে কি শেষ ম্যাচের ফল দিয়ে বিচার করা যায় ?যে সমাজে সাফল্যের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধু জয়, সেখানে মেসির জীবন যেন এক ব্যতিক্রমী পাঠ।কারণ তিনি আমাদের দেখিয়েছেন;হার মানা আর হেরে যাওয়া এক জিনিস নয়।একসময় মেসিকে নিয়েই প্রশ্ন উঠেছিল।দেশের হয়ে কেন ট্রফি নেই? ক্লাবে এত সাফল্য, জাতীয় দলে কেন ব্যর্থতা ? একের পর এক ফাইনালে হার তাঁকে ঘিরে তৈরি করেছিল হতাশার আবহ। সমালোচনার তীরও কম আসেনি।আজ সেই সমালোচকদের সামনে দাঁড়িয়ে মেসির হাতে বিশ্বকাপ।ল্লতিহাসের সবচেয়ে বড় জবাব কখনও মাইক্রোফোনে দেওয়া হয় না।

মাঠেই দেওয়া হয়।২০২১-এর কোপা আমেরিকা, ২০২২-এর বিশ্বকাপ, ২০২৪-এর কোপা আমেরিকা, ফিনালিসিমা;ট্রফির তালিকা যতই দীর্ঘ হোক, মেসির আসল অর্জন আরও গভীরে।তিনি প্রমাণ করেছেন, প্রতিভার সঙ্গে যদি অধ্যবসায় যোগ হতবে ব্যর্থতার পাহাড়ও একদিন সাফল্যের সিঁড়ি হয়ে দাঁড়ায়।এখানেই মেসি আজকের সমাজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।আজ আমরা খুব দ্রুত কাউকে নায়ক বানাইনআবার তার চেয়েও দ্রুত তাকে খলনায়ক বানিয়ে ফেলি। একটি ভুল, একটি পরাজয়, একটি ব্যর্থতা;আর মানুষের বহু বছরের অর্জন মুহূর্তে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। সামাজিক মাধ্যমে তৈরি হয় বিচারসভা।

মতামত হয়ে ওঠে রায়। অপেক্ষার জায়গা ক্রমশ সংকুচিত হয়।মেসির কেরিয়ার সেই তাড়াহুড়োর সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ প্রতিবাদ।তিনি সময় নিয়েছেন। হেরেছেন। কেঁদেছেন। আবার ফিরেছেন। এবং শেষ পর্যন্ত জিতেছেন।২০০৫ থেকে ২০২৬;দুই দশকেরও বেশি সময়। ২০৭টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ। ১২৫টি গোল।

আর্জেন্টিনার হয়ে সর্বাধিক ম্যাচ এবং সর্বাধিক গোলের মালিক। কিন্তু পরিসংখ্যানের এই বিশাল প্রাচীরও তাঁর প্রভাবের সম্পূর্ণ ছবি আঁকতে পারে না।কারণ মেসি কেবল ফুটবল খেলেননি; তিনি কোটি মানুষের স্বপ্নের ভাষা হয়ে উঠেছিলেন।বিশ্বের নানা প্রান্তে অসংখ্য শিশু তাঁর মতো হতে চেয়েছে। অসংখ্য তরুণ তাঁর খেলা দেখে ফুটবলকে ভালোবেসেছে।

# স্ট্যালিন

# স্নায়ুযুদ্ধ এবং রাধাকৃষ্ণাণ

সুনীল মাইতি
বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক

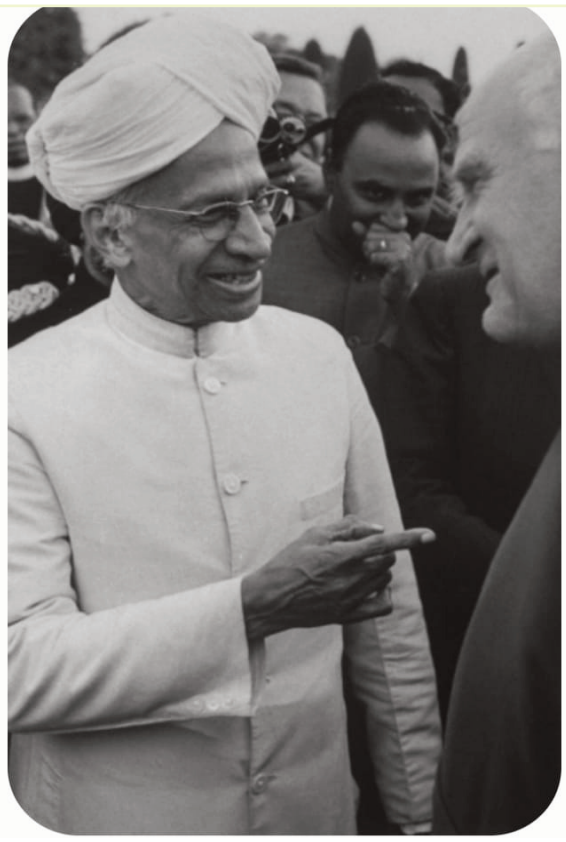

আজকের পরিবর্তিত ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে যখন আন্তর্জাতিক কূটনীতি; রাষ্ট্রদর্শন এবং বিশ্বশান্তির রসায়ন পুনর্মূল্যায়নের দাবি রাখে; তখন ইতিহাসের পাতা উল্টে একজন ভারতীয় দার্শনিকের কূটনৈতিক অভিযাত্রার দিকে তাকানো আবশ্যক হয়ে পড়ে। তিনি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ। ভারতে তিনি মূলত শিক্ষক; পন্ডিত এবং আমাদের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হিসেবেই সমধিক পরিচিত। প্রতি বছর ৫ ই সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানো আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় পাঠক মহলের কাছে যা প্রায় অধরাই রয়ে গেছে তা হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ -উত্তর চরম উত্তপ্ত আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এবং 'কোল্ড ওয়ার' বা 'স্নায়ুযুদ্ধের' আঁতুড়ঘরে দাঁড়িয়ে ডঃ রাধাকৃষ্ণনের সেই অভূতপূর্ব রূপান্তর; একজন প্রজ্ঞাবান দার্শনিক থেকে বিশ্বশান্তির অন্যতম প্রধান স্থপতি হয়ে ওঠার রোমাঞ্চকর ইতিহাস। আন্তর্জাতিক স্তরে রাধাকৃষ্ণনের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ভূমিকার প্রথম বড় সাফল্য আসে ইউনেস্কোর-র মঞ্চে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তুপের ওপর দাঁড়িয়ে যখন ইউনেস্কো গঠিত হচ্ছে; তখন মানবজাতির সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে যে কয়েকজন চিন্তাবিদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল; তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন রাধাকৃষ্ণন। ১৯৪৮ সালে তিনি ইউনেস্কোর এক্সিকিউটিভ বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীতে ১৯৫২ সালে ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনের সভাপতি হন।পাশ্চাত্য চালিত আন্তর্জাতিক সংস্থায় একজন এশীয় চিন্তাবিদের এই শীর্ষ অবস্থান কেবল ভারতের সম্মান বৃদ্ধি করেনি; বরং প্রাচীন আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচেতনার মধ্যে সেতু নির্মাণ করেছিল। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরেছিলেন যে; কেবল রাজনৈতিক চুক্তি বা অর্থনৈতিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে স্থায়ী বিশ্বশান্তি সম্ভব নয়; তার জন্য প্রয়োজন 'মানব জাতির সাংস্কৃতিক ও নৈতিক সংহতি'।

তবে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ডঃ রাধাকৃষ্ণনের সবচেয়ে অবিশ্বাস্য ও রোমাঞ্চকর অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল মস্কোয়; ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রদূত হিসেবে (১৯৪৯- ১৯৫২)। সেই সময়টি ছিল স্নায়ুযুদ্ধের চরমতম পর্ব। একদিকে জোসেফ স্ট্যালিনের লৌহকঠিন একনায়কতন্ত্র; অন্যদিকে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন ক্যাপিটালিস্ট ব্লক।ভারত তখন সদ্য স্বাধীন; নতুন পররাষ্ট্রনীতি 'জোট-নিরপেক্ষতা'NonAligned Movement জন্ম দিচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্ব ভারতের এই অবস্থানকে সন্দেহের চোখে দেখত; আবার সোভিয়েত ইউনিয়নও ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুগামী বলেই মনে করত। এই প্রবল অবিশ্বাস ও জটিল কূটনৈতিক পরিবেশে জহরলাল নেহেরু মস্কোয় পাঠান একজন দার্শনিককে, যিনি জীবনে কোনোদিন কোনো রাজনৈতিক পদ সামলাননি। মস্কোয় রাধাকৃষ্ণনের কার্যক্রম কূটনীতির প্রচলিত সমস্ত ব্যাকরণ ভেঙে দিয়েছিল। তিনি কূটনৈতিক কোড ও প্রোটোকল মেনে চলতেন না; বরং নিজের বিছানায় শুয়ে-বসে রাত পর্যন্ত বই পড়তেন এবং প্রাচ্য দর্শন নিয়ে ভাবতেন। কিন্তু যখন স্ট্যালিন সরকারের শীর্ষ কর্তাদের সাথে আলোচনায় বসতেন; তাঁর প্রজ্ঞা ও ঋজুতা মস্কোর কূটনৈতিক মহলকে স্তম্ভিত করে দিত। সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন সবচেয়ে ক্ষমতাধর এবং অপ্রতিরোধ্য শাসক জোসেফ স্ট্যালিন অত্যন্ত কম বিদেশি কূটনীতিকদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করতেন। কিন্তু তিনি ডঃ রাধাকৃষ্ণন কে দু'বার ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সময় দিয়েছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই স্ট্যালিনকে চমকে দিয়ে রাধা কৃষ্ণন বলেছিলেন; তআমাদের ভারতে এক অত্যাচারী রাজা ছিলেন; যিনি শত্রুদের নির্মুল করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি অনুতপ্ত হন।দ ইতিহাসবিদদের মতে; রাধাকৃষ্ণন সরাসরি সম্রাট অশোক কুলঙ্গ যুদ্ধের উদাহরণ দিয়ে স্ট্যালিনের স্বৈরাচারী শাসনের ভুল ধরিয়ে দিয়েছিলেন। স্ট্যালিন কোনো ক্ষোভ প্রকাশ না করে রাধাকৃষ্ণনের এই অসীম সাহসিকতা ও নৈতিক দৃঢ়তায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে যখন রাধা কৃষ্ণন মস্কো ত্যাগ করে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণ করতে আসেন; তখন স্ট্যালিন সব প্রোটোকল ভেঙে গভীর রাতে তাঁকে বিদায় জানাতে আসেন। বিদায় বেলায় স্ট্যালিনের মাথায় হাত রেখে রাধাকৃষ্ণন বলেছিলেন; ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন।দ অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে স্ট্যালিন মন্তব্য করেছিলেন; আমি দীর্ঘ জীবন চাই না; আমি শুধু মানুষের সেবা করে যেতে চাই। আপনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি আমাকে রক্তচক্ষু শাসক হিসেবে না দেখে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে দেখেছেন। স্নায়ুযুদ্ধের সেই বিপদজনক মুহূর্তে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে সুদৃঢ় সম্পর্কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল; তার পেছনে নেহেরুর নীতি যেমন ছিল; তেমনই মূল চালিকাশক্তি ছিল রাধাকৃষ্ণনের এই 'ফিলোসফার ডিপ্লোমেসি। পশ্চিমের সংবাদমাধ্যম ও আমেরিকার কূটনীতিবিদরা যখন ভারতকে কমিউনিস্টপন্থী মনে করেছিল; তখন রাধাকৃষন ওয়াশিংটন ও লন্ডনে গিয়ে অত্যন্ত সুচতুরভাবে ভারতের স্বাধীনতা রাষ্ট্রনীতির প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বিশ্বকে বুঝিয়েছিলেন যে; ভারত কোনো শক্তিজোটের তাবেদার নয়; বরং ভারত একটি 'নৈতিক শক্তি' হিসেবে বিশ্ব রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। এর পাশাপাশি; অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইস্টার্ন রিলিজিয়ন এন্ড এথিক্স-' এর স্প্যাল্ডিঙ অধ্যাপক হিসেবে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে তিনি কেবল ভারতীয় দর্শন পড়াতেন না; বরং আধুনিক পশ্চিমকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে আধ্যাত্মিকতা কোনো অন্ধ বিশ্বাস নয়; তা হলো যুক্তিনির্ভর এবং বিশ্বজনীন মানবতাবাদের চর্চা। বার্ট্রান্ড রাসেল; অলডাস হাক্সলি; বা অ্যালবার্ট সুইটজারের মতো পাশ্চাত্য মনীষীদের সাথে তাঁর চিঠিপত্র ও আলোচনা আন্তর্জাতিক চিন্তাজগতে ভারতের মর্যাদা অভূতপূর্ব উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। আজকের একমেরু বা বহুমুখী বিশ্বের সমীকরণ যখন প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে; তখন রাধা কৃষ্ণনের কূটনৈতিক ঐতিহ্য আমাদের শেখায় যে; আন্তর্জাতিক কূটনীতি কেবল অস্ত্র প্রতিযোগিতা; অর্থনৈতিক শুল্ক বা ভূ- রাজনৈতিক কৌশলের খেলা নয়।

প্রকৃত কূটনীতি হল সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান এবং নৈতিক অবস্থান গ্রহণের শিল্প। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বিশ্বমঞ্চে কেবল ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন না; তিনি ছিলেন অখণ্ড মানবজাতির প্রজ্ঞার প্রতিনিধি। একজন শিক্ষক কিভাবে ক্লাসরুমের গন্ডি পেরিয়ে সমগ্র বিশ্বকে নৈতিকতার পাঠ শেখাতে পারেন এবং স্নানযুদ্ধের জটিল রাজনীতিকে নিজের ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞা দিয়ে প্রভাবিত করতে পারেন; আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে রাধাকৃষ্ণনের এই অজানা ভূমিকা ইতিহাসের পাতায় চিরকাল এক মহোজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে থাকবে।

**আজকের পরিবর্তিত ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে যখন আন্তর্জাতিক কূটনীতি; রাষ্ট্রদর্শন এবং বিশ্বশান্তির রসায়ন পুনর্মূল্যায়নের দাবি রাখে; তখন ইতিহাসের পাতা উল্টে একজন ভারতীয় দার্শনিকের কূটনৈতিক অভিযাত্রার দিকে তাকানো আবশ্যক হয়ে পড়ে। তিনি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ।**

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 01-09-2026 21:40 Page 5



# বকেয়া মিড ডে মিলের টাকা, রাজ্যজুড়ে বিপাকে একাধিক জেলার স্কুল

**রাখি গরাই, নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ** রাজ্য সরকার সম্প্রতি মিড ডে মিলের দৈনিক বরাদ্দ বাড়িয়ে ১০ টাকা ঘোষণা করলেও বাস্তবে বকেয়া টাকা না পেয়ে চরম সংকটে পড়েছে রাজ্যের বহু স্কুল। আগস্ট মাস থেকে বর্ধিত বরাদ্দ কার্যকর করার কথা থাকলেও জুলাই মাসের টাকাই এখনও হাতে পায়নি অধিকাংশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামের মতো জেলাগুলিতে গত মে মাস থেকে রান্নার টাকা বকেয়া রয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে।পিএম পোষণ পোর্টালের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের ৮৩ হাজারের বেশি স্কুলের মধ্যে এই চার জেলাতেই প্রায় ১৯,৬৭৮টি বিদ্যালয় গত তিন মাস ধরে প্রাপ্য অর্থ থেকে বঞ্চিত। ফলে মূল্যবৃদ্ধির এই বাজারে ধারদেনা করে মিড ডে মিল চালাতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠছে শিক্ষক ও পরিচালন সমিতির। শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ ও বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতারা উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছেন যে, স্থানীয় বাজার থেকে দীর্ঘদিন বাকিতে আনাজ ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা সম্ভব হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে দোকানদাররা বেশি দাম নিচ্ছেন, যা সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে ভেঙে ফেলছে।যদিও প্রশাসনিক পর্যালোচনার পর বিকাশ ভবন থেকে রাঁধুনিদের ভাতা বৃদ্ধি, নতুন এলপিজি সংযোগের জন্য অর্থ প্রদান এবং ইসকনের মাধ্যমে খাবার পরিবেশনের নির্দেশ জারি হয়েছে, তবুও শিক্ষকদের মতে এই সাময়িক বা এককালীন অনুদানের চেয়ে নিত্যদিনের খরচের টাকা নিয়মিত পাওয়া বেশি জরুরি। বড় স্কুলের ক্ষেত্রে যেমন মোটা টাকার বকেয়া সামলানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনই কম পড়ুয়ার স্কুলে জিনিসপত্র কেনার সুবিধা না থাকায় সমস্যা দ্বিগুণ হচ্ছে।

# ময়নাগুড়িতে পুলিশ ও সিআইডির যৌথ উদ্যোগে সচেতনতা শিবির

**রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ** জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের নির্দেশে ময়নাগুড়ি থানার আইসি শীর্ষেন্দু দাসের নেতৃত্বে এবং পশ্চিমবঙ্গ সিআইডির আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এক বিশেষ সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে ময়নাগুড়ি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, সুভাষ নগর হাই স্কুল এবং সহিদগড় হাই স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।শিবিরে পুলিশ ও সিআইডি আধিকারিকরা মাদক সেবন, বাল্যবিবাহ, অপহরণ ও ইভটিজিংয়ের মতো সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করেন। যেকোনো বিপদে পড়লে তা না লুকিয়ে পরিবার, শিক্ষক বা পুলিশকে দ্রুত জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়, যাতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়।অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে শিক্ষার্থীরা বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জনের কথা জানায় এবং এই ধরনের উদ্যোগের জন্য পুলিশ ও সিআইডিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। সুভাষ নগর হাই স্কুলের শিক্ষক আনন্দ দাম পুলিশ প্রশাসন ও সিআইডির এই সচেতনতামূলক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

# দুর্নীতিতে অভিযুক্ত শিক্ষকের স্কুলে প্রত্যাবর্তনে পুরুলিয়ায় গ্রামবাসীর ক্ষোভ

নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়ার মানবাজার ১ নম্বর ব্লকের বনমহড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আর্থিক তছরুপের দায়ে গ্রেপ্তার ও সাসপেন্ড হওয়া শিক্ষক প্রণব মণ্ডলের পুনঃবহালের নির্দেশকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ২৪ আগস্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের তরফে তাঁকে পুনরায় কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সোমবার তাঁর স্কুলে যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও স্থানীয় গ্রামবাসীদের তীব্র বিরোধিতার মুখে তিনি হাজির হননি।২০২৩ সালে এই দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসে। অভিযোগ, ২০১৪ সালে স্কুল ভবন নির্মাণের জন্য বরাদ্দ ২০ লক্ষ টাকা তৎকালীন প্রধান শিক্ষক প্রণব মণ্ডল তাঁর এক সহকারী শিক্ষিকার সই জাল করে আত্মসাৎ করেন। জমি জট মেটার পর ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নিতেই এই জালিয়াতি ধরা পড়ে এবং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়।
শিক্ষকের যোগদানের খবর পেয়ে সোমবার স্কুলের বাইরে সমবেত হন গ্রামবাসীরা। স্থানীয় বাসিন্দা মধুসূদন বাউরী ও বেহুলা বাউরী জানান, ফাঁকা মাঠে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করতে হলেও ওই শিক্ষক নিজের স্বার্থে টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এমন একজন অভিযুক্ত শিক্ষককে অভিভাবকরা আর কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে বা স্কুলে ঢুকতে দিতে রাজি নন। অন্যদিকে, বর্তমান প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত বাউরী জানিয়েছেন, সাসপেন্ড হওয়া শিক্ষকের যোগদানের বিষয়ে তাঁর কাছে এখনো কোনো লিখিত নির্দেশ এসে পৌঁছায়নি।

# ভরতপুরে পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার ১৬টি তাজা বোমা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ভরতপুরের জজান পঞ্চায়েত এলাকার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামের মাঠপাড়ায় পুলিশ ও জেলা বোম ডিসপোজাল স্কোয়াডের যৌথ অভিযানে ১৬টি তাজা সুতলি বোমা উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। গত সোমবার মাঠে কাজ করার সময় এক কৃষক ঝোপের মধ্যে সন্দেহজনক বোমার অস্তিত্ব দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। ভরতপুর থানার ওসি বিশ্বজিৎ মণ্ডলের পরিচালনায় পুলিশ দ্রুত পুরো এলাকা কর্ডন করে নেয়। মঙ্গলবার সকালে বম্ব স্কোয়াড, স্নিফার ডগ, ড্রোন ক্যামেরা, কান্দি মহকুমা দমকল বাহিনী এবং মেডিক্যাল টিম নিয়ে চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়। ড্রোনের সাহায্যে মাটি খুঁড়ে দুটি প্লাস্টিকের জার থেকে ১০টি এবং পাশের ঝোপঝাড় থেকে আরও ৬টি তাজা বোমা উদ্ধার করে নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করা হয়। পরবর্তীতে আশেপাশের পুকুরপাড়েও তল্লাশি চালিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। পুলিশের এমন দায়িত্বশীল ভূমিকা ও দ্রুত পদক্ষেপের ফলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

# ছাত্র শহীদের স্মরণে কামাখ্যাগুড়িতে পিএসইউ-এর গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার অঙ্গীকার

**অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ** কামাখ্যাগুড়িতে সাড়ম্বরে পালিত হল প্রগতিশীল ছাত্র সংস্থা (পিএসইউ)-র ছাত্র শহীদ দিবস। পতাকা উত্তোলন, শহীদ স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক রাজীব হুসেন।
বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজীব হুসেন বলেন, এই দিনটি কেবল অতীতকে স্মরণ করা নয়, বরং শিক্ষার অধিকার ও ক্যাম্পাসে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষার অঙ্গীকার নেওয়ার দিন। সম্প্রতি দিল্লির ছাত্র আন্দোলন থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপির হামলার ঘটনা তুলে ধরে তিনি ক্যাম্পাসগুলোতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হওয়ার তীব্র বিরোধিতা করেন।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোনো ভয়ের জায়গা হতে পারে না, তা যুক্তি ও বিতর্কের স্থান;এই দাবি জানিয়ে শহীদদের আদর্শে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বার্তা দেয় সংগঠনটি।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 01-09-2026 21:40 Page 6



# আউশগ্রামে ইনডোর স্টেডিয়ামের প্রস্তাবিত জমি পরিদর্শনে প্রতিমন্ত্রী কলিতা মাজি

**নয়া জামানা, পূর্ব বর্ধমান ঃ** পূর্ব বর্ধমানের জঙ্গলমহল কেন্দ্রিক আউশগ্রাম ব্লকে গড়ে উঠতে চলেছে একটি আধুনিক মিনি ইনডোর স্টেডিয়াম।

স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের উৎসাহ বাড়াতে এবং এলাকার ক্রীড়া পরিকাঠামোর সার্বিক উন্নয়নে এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি স্টেডিয়ামের জন্য প্রস্তাবিত নির্ধারিত জমিটি সরাসরি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের আবাসন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী কলিতা মাজি। পরিদর্শনের সময় গুসকরা ফাঁড়ি সংলগ্ন পরিদর্শিত জমিটি প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে পছন্দ হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিন মন্ত্রী কলিতা মাজির পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন আউশগ্রাম-১ ব্লকের বিডিও বিমান কর এবং ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক বিভাস দাস। পরিদর্শন শেষে প্রতিমন্ত্রী জানান, এলাকার তরুণদের খেলাধুলার সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে একটি ইনডোর স্টেডিয়ামের জন্য তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী সেই আবেদনে সম্মতি জানানোতেই জমি নির্বাচনের কাজ দ্রুত শুরু করা হয়েছে। আগামী দুর্গাপূজার আগেই কাজ শুরু হতে পারে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই নিজের বিধানসভা এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও খেলাধুলার সার্বিক বিকাশে নানাবিধ কাজ পরিচালনা করছেন কলিতা মাজি। জঙ্গলমহলের এই আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় কোনো নির্দিষ্ট স্টেডিয়াম না থাকায় এতদিন বহু প্রতিভাবান খেলোয়াড় সঠিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন।

নতুন এই মিনি স্টেডিয়ামটি তৈরি হলে স্থানীয় ক্রীড়াবিদদের দীর্ঘদিনের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে এবং গ্রামীণ খেলাধুলার মান নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে।

# গঙ্গার গ্রাসে স্কুল,অনিশ্চিত রতুয়ার পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ

নয়া জামানা,রতুয়া ঃ গঙ্গার ভাঙনে একের পর এক গ্রাম নিশ্চিহ্ন ।তলিয়ে যাচ্ছে ফসলি জমি,ভিটেমাটি ।এবার সেই ভাঙনের নির্মম থাবা পড়েছে শিক্ষার পরিকাঠামোয় ।একের পর এক প্রাথমিক বিদ্যালয় গঙ্গার গ্রাসে চলে যাওয়ায় অনিশ্চয়তার মুখে রতুয়ার বহু পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ। মালদার রতুয়ার মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের খাস মহল এলাকার ভাসারামটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রায় চার বছর আগেই নদীগর্ভে তলিয়ে যায়।

গত বছর নিশ্চিহ্ন হয়েছে নয়া বিলাইমারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। চলতি বছর গঙ্গার গ্রাসে চলে গিয়েছে পশ্চিম রতনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। অন্যদিকে, জিতুটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একাংশ ইতিমধ্যেই নদীতে ভেঙে পড়েছে।

বাকি অংশও বিপজ্জনকভাবে নদীর দিকে ঝুলে রয়েছে। মাত্র ৩০ মিটার দূরে গঙ্গা চলে আসায় চরম ঝুঁকিতে মুলিরামটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ও ।জিতুটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা বেনজিরা খাতুন জানান, ত বছর থেকেই বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন বন্ধ। পড়ুয়াদের পাশের মুলিরামটোলা স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা হলেও ভাঙনে বহু পরিবার অন্যত্র চলে যাওয়ায় অনেক পড়ুয়াই আর স্কুলে যেতে পারছে না ।মালদা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) মলয় মণ্ডল জানান,

রতুয়ার চারটি এবং মানিকচকের পাঁচটি মোট ন'টি বিদ্যালয় ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত ।বিকল্প ব্যবস্থা এবং নতুন স্কুল ভবনের জন্য সরকারি জমি চিহ্নিত করার উদ্যোগ চলছে ।সেচ দফতরের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে ।তবে এলাকার মানুষের দাবি, শুধু ভাঙন রোধের প্রতিশ্রুতি নয়, দ্রুত বিকল্প স্কুলের ব্যবস্থা করে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা হোক।

# ক্লোজার নোটিশ উড়িয়ে 'চুপিসারে' চলছিল রেস্টুরেন্ট, এবার সিলের হুঁশিয়ারি

**নয়া জামানা, কালিয়াচক ঃ** জেলাপ্রশাসনের ক্লোজার নোটিশকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলছিল রেস্টুরেন্ট !আগের নির্দেশ অমান্য করে চুপিসারে ব্যবসা চালানোর অভিযোগে মঙ্গলবার ফের রেস্টুরেন্টে হানা দিল প্রশাসন ।ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল মালদার কালিয়াচকের সুজাপুরে ।জানা গিয়েছে,সুজাপুরের জায়িকা রেস্টুরেন্টে গত ২৭ আগস্ট অভিযান চালিয়েছিলেন খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। পরিদর্শনের সময় রেস্টুরেন্টে প্রয়োজনীয় এফ এস এস এ আই লাইসেন্স না থাকা, রান্নাঘরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং খাবারের মান নিয়ে একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। এরপরই রেস্টুরেন্টটি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ।কিন্তু অভিযোগ,প্রশাসনের সেই নির্দেশ কার্যত উপেক্ষা করে রেস্টুরেন্টটি গোপনে চালু রাখা হয়। মঙ্গলবার বিষয়টি জানতে পেরে ফের সেখানে পৌঁছন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। রেস্টুরেন্ট সচল অবস্থায় দেখতে পেয়ে এবার কড়া পদক্ষেপের পথে হাঁটল প্রশাসন ।এদিন মালদা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অনিরুদ্ধ নন্দী-র নেতৃত্বে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক আয়েশা খাতুন ও মোঃ শরিফুল ইসলাম এবং কালিয়াচক-১ ব্লকের জয়েন্ট বিডিও ফয়সল শেখ রেস্টুরেন্টে গিয়ে ফের বন্ধের নোটিশ দেন ।একইসঙ্গে মালিক কর্তৃপক্ষকে শেষবারের মতো সতর্ক করা হয়।

প্রশাসনের স্পষ্ট বার্তা, এরপরও রেস্টুরেন্ট খোলা হলে আর কোনও সতর্কতা নয় সরাসরি রেস্টুরেন্ট সিল করে দেওয়া হবে ।ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুজাপুর এলাকায় শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

# হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অভিযান সংগ্রহ মশলার নমুনা

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরা, খাবারের দোকানে অভিযান খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের। এদিন জলপাইগুড়ি শহরের একাধিক হোটেল, রেস্তোরা, খাবারের দোকানে অভিযান চালায় খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। তাদের সাথে ছিলেন পৌরসভার আধিকারিকরাও। মূলত হোটেল, রেস্তোরা, খাবারের দোকানগুলোতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ আছে কিনা এবং স্বাস্থ্যকর খাবার বিক্রি হচ্ছে কিনা তা দেখতেই এই অভিযান চলছে জেলাজুড়ে। হোটেল থেকে বিভিন্ন ধরনের মশলার নমুনাও সংগ্রহ করেন আধিকারিকরা। পাশাপাশি হোটেল, রেস্তোরা, খাবারের দোকানের রান্নাঘরে ঢুকে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা। সেইসাথে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থাও দেখা হয়। বিভিন্ন বিষয়ে খাবারের দোকানগুলোকে কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও এটা রুটিন পরিদর্শন এবং সমস্ত রিপোর্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে বলে জানান আধিকারিকরা। অন্যদিকে খাবারের দোকানের মালিকরা বলেন, তারা সমস্ত নির্দেশ মেনে চলবেন। যে সমস্ত মশলার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলো বাজার থেকে কেনা ।তাই সেগুলো ভালো করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখলে সকলেই লাভবান হবেন। কেননা সকলেই মশলা বাজার থেকেই কিনেন।

# মালদা জেলা পরিষদে অচলাবস্থা, এখনো জারি হয়নি বিজ্ঞপ্তি

**নয়া জামানা,মালদা ঃ** রাজ্যে পালাবদলের পর এবার মালদা জেলা পরিষদে তৈরি হয়েছে কার্যত অচলাবস্থার পরিস্থিতি। গত ১৭ আগস্ট অনাস্থার তলবি সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে অপসারিত হয়েছেন

জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি। নিয়ম অনুযায়ী, অপসারণের এক মাসের মধ্যে নতুন সভাধিপতি নির্বাচনের জন্য সরকারি নোটিফিকেশন জারি করার কথা। কিন্তু প্রায় ১৪ দিন কেটে গেলেও এখনও সেই নোটিফিকেশন জারি না হওয়ায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে প্রশাসনিক তৎপরতা নিয়ে ।অনাস্থার পক্ষে

থাকা জেলা পরিষদ সদস্য সাগরিকা সরকার এবং জেলা পরিষদ সদস্য সায়রা বানুর প্রতিনিধি সামিউল ইসলাম জানিয়েছেন, স্বচ্ছ ও সক্রিয় জেলা পরিষদ

গঠনের লক্ষ্যেই তাঁরা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন। তাঁদের দাবি, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নতুন সভাধিপতি নির্বাচনের নোটিফিকেশন জারি না হলে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হবেন ।তবে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে প্রক্রিয়া চলছে।

মালদার অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) ভাস্কর মজুমদার জানান, নিয়ম অনুযায়ী আগামী ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নোটিফিকেশন জারি করার সময়সীমা রয়েছে। তার মধ্যেই প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে ।ফলে এখন নজর প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।

# বাজারদরে লাগাম টানতে সাতসকালে মালদায় জেলাশাসকের হানা

নয়া জামানা,মালদা ঃ বাজারদর নিয়ন্ত্রণে এবার সরাসরি ময়দানে নামলেন মালদার জেলাশাসক রাজেনবীর সিং কাপুর ।মঙ্গলবার সাতসকালে জেলা প্রশাসনের একাধিক আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে মালদা শহরের বিভিন্ন বাজার ও পাইকারি ব্যবসাকেন্দ্রে অভিযান চালান তিনি ।এদিন নেতাজি পৌরবাজার, রথবাড়ি মোড়ের সবজি বাজার এবং বম্বে রোড এলাকার পাইকারি চিনি, আটা, ময়দা ও ভোজ্য তেলের দোকানগুলিতে ঘুরে ঘুরে খাদ্যসামগ্রীর পাইকারি ও খুচরো দর খতিয়ে দেখেন জেলাশাসক ।নির্ধারিত বা ন্যায্যমূল্যের তুলনায় কোথাও অতিরিক্ত দাম নেওয়া হচ্ছে কি না তা নিয়েও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন আধিকারিকরা ।পাশাপাশি

খুচরো সবজির বাজারে পেঁয়াজ, রসুন, আদা-সহ বিভিন্ন আনাজের দামও যাচাই করা হয়। অভিযান শেষে জেলাশাসক জানান,এদিনের পরিদর্শনে বড় কোনও অসঙ্গতি নজরে আসেনি ।তাঁর দাবি,আগের তুলনায় সবজি ও আনাজের দাম কিছুটা কমেছে। বাজারদরে আরও নিয়ন্ত্রণ আনতে আগামী দিনেও নিয়মিত অভিযান চলবে।

# প্রধানের কুর্সিতে বসেই বিপত্তি, ১২ দিনের মাথায় খারিজ সদস্যপদ

নয়া জামানা,চাঁচল ঃ প্রধানের পদে বসার মাত্র ১২ দিনের মধ্যেই খারিজ হয়ে গেল তৃণমূলের প্রধানের সদস্যপদ। শুধু প্রধানই নন,বিজেপির উপপ্রধান-সহ মোট ১৪ জন পঞ্চায়েত সদস্যের সদস্যপদও খারিজ করল চাঁচল মহকুমাশাসকের আদালত। ঘটনাকে ঘিরে মালদার চাঁচল-২ ব্লকের ক্ষেমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, খারিজ হওয়া সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূলের প্রধান ছবি মণ্ডল-সহ ৭ জন, বিজেপির

উপপ্রধান বাসুদেব ভুঁইয়া-সহ ৬ জন এবং কংগ্রেসের এক সদস্য। অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েতের পরপর তিনটি সভায় তাঁরা অনুপস্থিত ছিলেন। এই অভিযোগে গত মে মাসে প্রশাসনের দ্বারস্থ হন তৃণমূল সদস্য আব্দুল হক ।সোমবার শুনানিতে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় পঞ্চায়েত আইনে ১৪ জনের সদস্যপদ খারিজের নির্দেশ দেওয়া হয় ।উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে ২৭ আসনের ক্ষেমপুর পঞ্চায়েতে তৃণমূল ১৬, বিজেপি ৮, কংগ্রেস ২ এবং আরএসপি ১টি আসন পায়। তৃণমূল-বিজেপি জোটে বোর্ড গঠিত হয়।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 01-09-2026 21:40 Page 7



# সুপ্রিম কোর্টের স্বস্তি

## দিল্লি মিছিল প্রত্যাহার ককরোচ জনতা পার্টির

**নয়া জামানা ঃ** সুপ্রিম কোর্টে বড়সড় স্বস্তি পেলেন ককরোচ জনতা পার্টির সমর্থকরা। গত ২০ থেকে ২৫ জুলাইয়ের বিক্ষোভ ঘিরে দিল্লি-সহ বিভিন্ন রাজ্যে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে যে মামলাগুলি দায়ের হয়েছিল, সেগুলি প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। তবে দিল্লিতে ২,৮৭৩ জন বিক্ষোভকারী, যাঁদের নামে অতীত অপরাধের রেকর্ড রয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে যেতে পারবে দিল্লি পুলিশ। শীর্ষ আদালতের এই সিদ্ধান্তের পরই আগামী ৫ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে প্রস্তাবিত প্রতিবাদ মিছিল প্রত্যাহার করে নিয়েছে ককরোচরা।গত ২০ জুলাই ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা-সহ পাঁচ দফা দাবিতে সংসদ অভিযানের ডাক দিয়েছিল ককরোচ জনতা পার্টি। সেই অভিযানে দেশজুড়ে বহু পড়ুয়া ও সমর্থক অংশ নেন, এবং লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও পেলেট গান ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে। এরপর বিভিন্ন রাজ্যেও একই ধরনের বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং সেসব রাজ্যেও মামলা দায়ের হয়।বিক্ষোভের পর কেন্দ্র ককরোচদের সঙ্গে আলোচনায় বসে এবং ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দেন। বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের মামলা প্রত্যাহারের শর্তে লিখিত আশ্বাস দেয় কেন্দ্র, কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকর না হওয়ায় ফের বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়। এই ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টেও মামলা গড়ায়, যেখানে দিল্লি পুলিশ ছাড়াও অসম, বিহার, মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ মামলা প্রত্যাহারের আর্জি জানায়। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের আটটি মামলা প্রত্যাহারের আবেদনও মঞ্জুর করেছে আদালত।সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, ২০-২৫ জুলাইয়ের বিক্ষোভ সংক্রান্ত পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও নতুন মামলা দায়ের করা যাবে না। এই সিদ্ধান্তের পরই ককরোচ জনতা পার্টির মুখপাত্র সৌরভ দাস ৫ সেপ্টেম্বরের বিক্ষোভ প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন।

# দলত্যাগ মামলায় পদ খারিজের নোটিশ

## বাড়তি সময় চাইছেন তৃণমূল-ত্যাগী ২০ সাংসদ

**নয়া জামানা ঃ** দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায় লোকসভার সদস্যপদ খারিজের নোটিসের মুখে পড়ে বাড়তি সময় চাইতে চলেছেন তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া ২০ জন সাংসদ। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার পাঠানো কারণ দর্শানোর নোটিসের জবাব দিতে তাঁদের সাত দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। তবে সেই নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে জবাব না দিয়ে সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন জানাতে চলেছেন তাঁরা। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলী ঘোষ দস্তিদাররা ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন বলে এনসিপিআই সূত্রে জানা গেছে।তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে নাম লেখানো ওই ২০ জন সাংসদের পদ বাতিলের দাবিতে গত ১৯ জুন লোকসভার স্পিকারের কাছে আবেদন জমা দিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু প্রক্রিয়ায় গতি না আসায় স্পিকারকে অযোগ্যতা সংক্রান্ত প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়ার আর্জি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি।গত ২৫ অগস্ট প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার ডিভিশন বেঞ্চ অভিষেকের আবেদনের ভিত্তিতে ওই ২০ সাংসদকে নোটিস জারি করে, সঙ্গে স্পিকারের দফতরকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশও দেয়। আদালতের এই নির্দেশের পরই স্পিকার ওম বিড়লার দফতর থেকে চিঠি পাঠিয়ে ওই সাংসদদের সাত দিনের মধ্যে বক্তব্য জানাতে বলা হয়।স্পিকারের নোটিস পৌঁছনোর পরই আইনি সুরক্ষার খোঁজে এনসিপিআই সাংসদরা বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন বলে সূত্রের খবর। পদ্ম শিবিরের তরফে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাসও নাকি দেওয়া হয়েছে। আপাতত আইনি পরামর্শ নিয়ে স্পিকারের কাছে সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন জানানোই তাঁদের মূল কৌশল হতে চলেছে বলে জানা গেছে।

# সন্ত্রাসবাদে দ্বিচারিতা বরদাস্ত নয়’

## শাহবাজের সামনেই হুঁশিয়ারি মোদির

**নয়া জামানা ঃ** সন্ত্রাসবাদ কোনও দেশের নীতি হতে পারে না; এসসিও সম্মেলনের মঞ্চে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের উপস্থিতিতেই এই কড়া বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার এসসিও রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকে সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে সুর চড়ান তিনি এবং দাবি জানান, জঙ্গি কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে হবে। মুখে সন্ত্রাসদমনের কথা বলে আড়ালে জঙ্গিদের মদত দেওয়ার দ্বিচারিতা আর মেনে নেওয়া হবে না বলেও স্পষ্ট বার্তা দেন তিনি। মোদির গোটা বক্তব্যের সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শাহবাজ নিজেও।বিশকেকের মঞ্চ থেকে মোদি বলেন, সন্ত্রাসবাদ নিয়ে কোনওরকম দ্বিচারিতা বরদাস্ত করা যাবে না এবং এই বিষয়ে সব দেশকে একসুরে কথা বলতে হবে। যেসব দেশ সন্ত্রাসবাদকে নীতি হিসেবে ব্যবহার করে এবং জঙ্গিদের আশ্রয় দেয়, তাদের প্রতি কড়া বার্তা দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। যদিও নিজের বক্তব্যে সরাসরি পাকিস্তানের নাম উচ্চারণ করেননি মোদি, তবে বিশ্লেষকদের মতে এই মন্তব্যের লক্ষ্য স্পষ্টতই ইসলামাবাদ, আর সেই কারণেই পাক প্রধানমন্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়েই এই মন্তব্য করেন তিনি।এসসিও বৈঠকের ফাঁকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন মোদি। সোমবার সম্মেলনের মাঝেই প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সারেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান, যেখানে ইউক্রেনে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার আর্জি জানান মোদি। তিনি জানান, মহাত্মা গান্ধী ও গৌতম বুদ্ধের দেশ থেকে শান্তির বার্তা নিয়েই তিনি এসেছেন। এছাড়া আমেরিকার সঙ্গে সংঘাতরত ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেসকিয়ানের সঙ্গেও বৈঠক করেন তিনি, যেখানে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি, নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়।মঙ্গলবারের বক্তব্যে বিশ্বজুড়ে চলমান সংঘাতের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন মোদি। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে সব দেশই পরস্পর সংযুক্ত, এবং মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধই প্রমাণ করে দিয়েছে যে একটি অঞ্চলের সংঘাতের প্রভাব কীভাবে জ্বালানি সুরক্ষা, জলপথে বাণিজ্য ও পণ্য সরবরাহে ছড়িয়ে পড়ে। এর সবচেয়ে বেশি মূল্য চোকাতে হয় গ্লোবাল সাউথের দেশগুলিকেই। যুদ্ধ নয়, আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত বলে ফের একবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন প্রধানমন্ত্রী।

# ভারতের হাতে এস-৫০০ ও সু-৫৭ তুলে দিতে চান পুতিন

## প্রতিরক্ষায় বড় প্রস্তাব মস্কোর

নয়া জামানা ঃ ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে বড়সড় প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এল রাশিয়া। দিল্লির হাতে অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস-৫০০ এবং পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান সু-৫৭ তুলে দিতে চান রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বর্তমানে নয়াদিল্লি পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমানের সন্ধানে থাকার মধ্যেই এমন প্রস্তাব দিল মস্কো, যা প্রতিরক্ষা মহলে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।অপারেশন সিঁদুরের সময় কার্যত একাই পাকিস্তানের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল সুদর্শন বা এস-৪০০ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার আতঙ্কেই ভারত সীমান্তের ২০০ কিলোমিটারের মধ্যে ঢোকার সাহস দেখায়নি শত্রুপক্ষের কোনও যুদ্ধবিমান। আকাশ প্রতিরক্ষায় এস-৪০০-এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হওয়ার পরই তারই উন্নত সংস্করণ এস-৫০০ ভারতের হাতে তুলে দিতে চাইছে মস্কো। অন্যদিকে রাশিয়ার সুখোই ডিজাইন ব্যুরোর তৈরি সু-৫৭ যুদ্ধবিমান আকাশ, স্থল ও সমুদ্র; এই তিন ক্ষেত্রেই লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। প্রতিকূল আবহাওয়া কিংবা ইলেকট্রনিক যুদ্ধের পরিস্থিতিতেও দিন-রাত নিরবচ্ছিন্নভাবে কার্যকর থাকতে পারে এই বিমান, পাশাপাশি কম দৃশ্যমানতাতেও সমান কার্যকরী পঞ্চম প্রজন্মের এই প্রযুক্তি। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, এই যুদ্ধবিমান ভারতের হাতে এলে তা চিন ও পাকিস্তান উভয়ের জন্যই বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।এই প্রস্তাবের প্রেক্ষাপটে উঠে এসেছে সোমবার কিরঘিস্তানের বিশকেকে অনুষ্ঠিত ২৬তম এসসিও সম্মেলনের প্রসঙ্গও, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও পুতিনের মধ্যে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। বৈঠক শুরুর আগে দুই নেতা করমর্দন ও কোলাকুলি করেন। আলোচনায় ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর আর্জি জানিয়ে মোদি বলেন, যুদ্ধের প্রতিটি দিন মানবতাকে পিছিয়ে দেয়, তাই অন্তহীন সংঘাত থেকে সরে এসে যুদ্ধের অবসানের পথে এগোনো উচিত এবং জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই উভয় দেশের এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। ভারত সর্বদা শান্তির পক্ষে বলে স্পষ্ট করে দেন প্রধানমন্ত্রী, একইসঙ্গে জানান যে তিনি মহাত্মা গান্ধী ও গৌতম বুদ্ধের দেশ থেকে শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছেন।

# হড়পা বানে বিপর্যস্ত নেপাল

## হাজার ছুঁইছুঁই মৃত-মহামারীর আশঙ্কা

নয়া জামানা ঃ নেপালের ভয়ংকর হড়পা বানে মৃতের সংখ্যা হাজার ছুঁইছুঁই। এখনও নিখোঁজ সাড়ে চার হাজারের বেশি মানুষ। নদী দিয়ে বয়ে চলেছে সারি সারি মৃতদেহ। ভয়ংকর সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের নাগাল কোনওমতে যারা এড়াতে পেরেছেন তাঁদেরও স্বস্তি নেই। প্রিয়জন হারানোর শোক, চরম দুর্ভোগের পাশাপাশি তাঁদের মাথার উপর ঘনাচ্ছে মহামারীর কালো ছায়া। নেপাল প্রশাসনের তরফে সতর্কবার্তা দিয়ে জানানো হয়েছে, নদীর জল পান না করার জন্য। নদী তীরবর্তী অঞ্চলের কোনও খাদ্য সামগ্রী না খাওয়ার জন্য।গত বুধবার হিমবাহ ধসে নেপালে হড়পা বানের পর কেটে গিয়েছে ৬ দিন। এখনও উদ্ধার হচ্ছে পচাগলা মৃতদেহ। সেইসব দেহ শনাক্ত করা কার্যত অসম্ভব। এই অবস্থায় দেহের ডিএনএ স্যাম্পেল রেখে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে গণকবর দিচ্ছে প্রশাসন। দেহ পচে গিয়ে ভয়ংকর রকম বিষাক্ত হয়ে উঠেছে নদীর জল। গুরুতর এই পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত অঞ্চলগুলিতে মহামারীর আশঙ্কা করছে প্রশাসন। এই বিষয়ে নেপাল সরকারের তরফে জারি করা হয়েছে সতর্কতা। জনগণের উদ্দেশে বার্তা দেওয়া হয়েছে, কেউ যেন নদীর জল পান না করেন।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 01-09-2026 21:40 Page 8



# ফের চোটের ধাক্কা

## আফগানিস্তান সিরিজে অনিশ্চিত হার্দিক

**নয়া জামানা ঃ** আরও একবার চোটের কবলে ভারতীয় অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়া। আইপিএলের পর থেকে জাতীয় দলের হয়ে মাঠে নামেননি তিনি। এই সময়ের মধ্যে একাধিক সিরিজ খেলেছে টিম ইন্ডিয়া, কিন্তু পুরনো চোটের কারণে হার্দিককে সেই দলে রাখা যায়নি। প্রত্যাশা ছিল, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন টি-টোয়েন্টি সিরিজে ফিরবেন তিনি। তবে সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে এসেছে।বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চলাকালীন হার্দিকের ফিটনেস নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠেছে।সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, বোলিংয়ে ভালো অগ্রগতি দেখানোর পরেও তাঁকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ পায়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বোলিং অনুশীলন ফের শুরু হতে পারে, তবে ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে দিল্লিতে শুরু হতে চলা তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য তিনি সময়মতো পুরোপুরি ফিট হবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। ব্যাটিংয়ে অবশ্য কোনও সমস্যা নেই বলেই জানা গেছে, তবে সম্পূর্ণ ছাড়পত্র দেওয়ার আগে সতর্কতা অবলম্বন করছে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স।বিসিসিআইয়ের ফিটনেস মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে, কারণ জশপ্রীত বুমরাহ ও হর্ষিত রানার মতো ক্রিকেটাররাও ফিট ঘোষিত হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই একই চোটে পুনরায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই হার্দিকের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। পিঠের চোটের কারণে আইপিএলেও একাধিক ম্যাচ মিস করেছিলেন হার্দিক, এরপর আফগানিস্তান ও ইংল্যান্ড সিরিজেও খেলতে পারেননি। ভারতের হয়ে তাঁর শেষ ওয়ানডে ম্যাচ ছিল ২০২৫ সালের মার্চে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। তাঁর দীর্ঘায়িত অনুপস্থিতি আসন্ন ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রস্তুতির ক্ষেত্রেও ভারতের জন্য বড় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

# নয়া ভূমিকায় রোহিত শর্মা

## টিভি সঞ্চালনায় অভিষেক হিটম্যানের

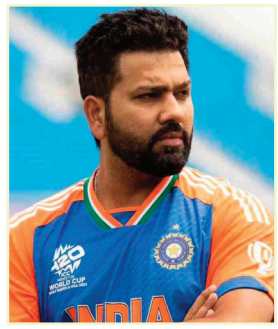

**নয়া জামানা ঃ** ভারতীয় ক্রিকেটের রত্ন রোহিত শর্মাকে এবার দেখা যেতে চলেছে সম্পূর্ণ নতুন এক ভূমিকায়। এতদিন ব্যাট হাতে ক্রিকেট সমর্থকদের মন জয় করলেও এবার ভিন্ন এক ফরম্যাটে অভিষেক ঘটতে চলেছে তাঁর। প্রথমবারের মতো টিভি অনুষ্ঠান সঞ্চালনার ভূমিকায় দেখা যাবে রোহিতকে। সোনি পিকচার্স নেটওয়ার্কসের নতুন শো ফ্যামিলি ফুল হাউস উইথ রোহিত শর্মা-তে সঞ্চালকের দায়িত্ব সামলাবেন আইপিএলের সর্বাধিক সফল অধিনায়ক।তবে ক্রিকেট দুনিয়া থেকে টিভি সঞ্চালনায় আসা এই প্রথম নয়। প্রায় পনেরো বছর ধরে বিভিন্ন গেম শো সঞ্চালনা করে আসছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি এবার বিগ বস বাংলার সঞ্চালকের চেয়ারেও বসতে চলেছেন। সৌরভের দেখানো সেই পথ ধরেই এবার এগোচ্ছেন রোহিত শর্মাও। সূত্রের খবর অনুযায়ী, আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে সম্প্রচারিত হবে এই নতুন শো, যার শুটিং ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গেছে। যদিও শোয়ের বিষয়বস্তু এবং অতিথি তালিকা সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোনও তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। বহু বছর ধরে একাধিক বিজ্ঞাপনী সংস্থার মুখ এবং ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে পরিচিত রোহিত এবার সেই গণ্ডি ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক অনুষ্ঠান নিয়ে হাজির হচ্ছেন দর্শকদের সামনে।টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে আগেই অবসর নিয়েছেন রোহিত শর্মা। বর্তমানে শুধুমাত্র ওয়ানডে ক্রিকেট এবং আইপিএলেই খেলতে দেখা যায় হিটম্যানকে। চলতি বছর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজেই সবশেষ ওয়ানডে খেলেছেন তিনি। ওয়ানডে কেরিয়ারে এখনও পর্যন্ত প্রায় ১১,৯০০ রান সংগ্রহ করেছেন রোহিত, যার মধ্যে রয়েছে ৩৪টি শতরান এবং ৬২টি অর্ধশতরান। ওডিআই ফরম্যাটে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকদের তালিকায় বর্তমানে সপ্তম স্থানে রয়েছেন তিনি। ক্রিকেটের পাশাপাশি এবার নতুন এই ভূমিকায় রোহিতকে দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন তাঁর অগণিত ভক্ত-অনুরাগী।

# শ্রীলঙ্কা নয়, মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক হতে চলেছে ভারত

**নয়া জামানা ঃ** আগামী বছর প্রথমবারের মতো আইসিসি আয়োজন করতে চলেছে মহিলাদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, এবং সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এই ঐতিহাসিক টুর্নামেন্টের ভেন্যু হতে চলেছে ভারত।

মহিলা ক্রিকেটের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে আরও ইভেন্ট যোগ করার লক্ষ্যেই আইসিসি এই নতুন টুর্নামেন্ট চালু করছে। প্রাথমিকভাবে ওয়ানডে ফরম্যাটে এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের পরিকল্পনা থাকলেও পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকা ছয়টি দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।মূলত শ্রীলঙ্কার এই টুর্নামেন্ট আয়োজনের কথা ছিল। কিন্তু শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের কার্যক্রমে বর্তমানে সরকারি হস্তক্ষেপ থাকায় জটিলতা তৈরি হয়েছে।

কোনও সদস্য দেশের ক্রিকেট বোর্ডে সরকারি হস্তক্ষেপ আইসিসি নীতিগতভাবে মেনে নেয় না, ফলে শ্রীলঙ্কা থেকে আয়োজকের দায়িত্ব সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডও এই পরিস্থিতি অনুধাবন করেছে বলে সূত্রের খবর। আয়োজক হলে সরাসরি খেলার যে সুযোগ শ্রীলঙ্কা পেত, তা আর থাকছে না; এখন র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ছয়ে জায়গা করে নিতে পারলেই কেবল তারা টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারবে।আইসিসি সূত্রে জানা গেছে, শ্রীলঙ্কার পরিবর্তে এই টুর্নামেন্ট ভারতে আয়োজনের পরিকল্পনা এখনও পর্যন্ত অগ্রাধিকার পাচ্ছে। ভারতকে বেছে নেওয়ার পেছনে মূল কারণ দেশে মহিলা ক্রিকেটের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা। ডব্লুপিএল আয়োজনের সময় এই আগ্রহের প্রতিফলন স্পষ্ট দেখা গিয়েছে। গত বছর ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত মহিলাদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন দল শিরোপা জেতে, যেখানে প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই

গ্যালারি কানায় কানায় পূর্ণ ছিল।দর্শক-উন্মাদনার এই বাস্তবতাকেই আয়োজক নির্বাচনে গুরুত্ব দিচ্ছে আইসিসি।

# ব্রাজিল-উরুগুয়ে ম্যাচের আগে ভারতীয় দল ঘোষণা, চমক বিশাল-জিকসন বাদ

নয়া জামানা ঃ ব্রাজিল, উরুগুয়ে ও পানামার বিরুদ্ধে আসন্ন ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচের জন্য ২৬ সদস্যের ভারতীয় দল ঘোষণা করল ফেডারেশন। জাতীয় দলের ফুটবলারদের নিয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুতে শিবির শুরু হবে। ২৬ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে পানামার বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলে ২৮ সেপ্টেম্বর কলকাতায় আসবে ভারতীয় দল। এরপর ৩ অক্টোবর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ব্রাজিল এবং ৬ অক্টোবর একই মাঠে উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে খালিদ জামিলের দল।দলে গোলরক্ষক হিসেবে রয়েছেন আলবিনো গোমস, গুরপ্রীত সিং সান্ধু, প্রভসুখন গিল ও সোম কুমার। রক্ষণভাগে জায়গা পেয়েছেন অভিষেক সিং, আকাশ মিশ্র, আনোয়ার আলি, বিজয় বর্জেস, ভালপুইয়া ও জয় গুপ্তা। মিডফিল্ডে রয়েছেন প্রমবীর, রিকি মিতেই হাওবাম, অনিরুধ থাপা, আশিক কুরুনিয়ান, ফারুক চৌধুরি, লালেনমাওয়াইয়া রালতে, ম্যাকার্টন নিক্সন, মহম্মদ সানান, রিকি সাবং ও সাহাল আব্দুল সামাদ। আক্রমণভাগে এডমুন্ড লালরিনডিকা, ইরফান ইয়াদওয়াদ, মনবীর সিং, রহিম আলি, রায়ান উইলিয়ামস ও বিক্রম প্রতাপ সিং রয়েছেন।রিজার্ভে রাখা হয়েছে গোলরক্ষক ঋত্বিক তেওয়ারি, ডিফেন্ডার চিংলেনসানা সিং ও রোশান সিং নাওরেম এবং মিডফিল্ডার সুরেশ সিং ওয়াংজামকে।তবে দল ঘোষণায় সবচেয়ে বেশি চর্চা হয়েছে বিশাল কাইথ ও জিকসন সিংয়ের অনুপস্থিতি নিয়ে। মোহনবাগানের হয়ে ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফর্ম করা গোলরক্ষক বিশাল অতীতে জাতীয় দলেরও সদস্য ছিলেন। বাদ পড়ার পর সোশাল মিডিয়ায় আইএসএল ট্রফি-সহ নিজের ছবি প্রোফাইল পিকচার হিসেবে ব্যবহার করেছেন তিনি।

# ফের কলকাতায় ফুটবলার মেসি !

নয়া জামানা ঃ আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে লিওনেল মেসির অবসর ঘোষণার চব্বিশ ঘণ্টা পেরোনোর আগেই কলকাতার মেসিভক্তদের জন্য এল সুখবর। গতবারের যুবভারতী বিতর্ক পেছনে ফেলে আবারও কলকাতায় আসতে চলেছেন আর্জেন্তিনীয় কিংবদন্তি। তবে এবার আর গ্যালারির দিক থেকে হাত নাড়ার পালা নয়, শোনা যাচ্ছে সরাসরি মাঠে নেমে খেলতে পারেন তিনি।গতবারের যুবভারতী-কাণ্ড সাম্প্রতিক বাংলার ক্রীড়া ইতিহাসের অন্যতম বিতর্কিত অধ্যায় হিসেবে থেকে গেছে। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই এই বিষয়ে সরব হয়েছেন মেসির গোট ট্যুরের আয়োজক শতদ্রু দত্ত। বিশ্বকাপ চলাকালীন আর্জেন্টিনার ম্যাচের দিন সোশাল মিডিয়ায় তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, পরের বছর ফের মেসিকে আনার চেষ্টা করবেন।সোমবার আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানানোর পর মেসিভক্তদের মধ্যে যখন আবেগের ঢেউ, তখনই নিজের মুখে ঘোষণা করলেন শতদ্রু। মেসির অবসর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাবার মৃত্যু এবং ৩৯ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ফুটবলের চাপ সামলানোর কারণেই মেসি এখন ক্লাব ফুটবলে মনোনিবেশ করতে চাইছেন বলে তাঁর ধারণা।এরপরই সুখবর দিয়ে শতদ্রু জানান, আগামী বছর ফুটবলার হিসেবেই মেসিকে কলকাতায় আনার আশা করছেন তিনি। প্রকৃতপক্ষে, পরের মরশুমে ইন্টার মায়ামি দক্ষিণ এশিয়ায় প্রাক-মরশুম প্রস্তুতি সারতে পারে, আর সেই দলের সঙ্গেই আসতে পারেন মেসি। শতদ্রুর উদ্যোগে ইন্টার মায়ামির এই সফর কলকাতা ও বাংলাদেশে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এবং ইতিমধ্যে মেসির টিমের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠকও সেরে ফেলেছেন তিনি। গতবারের ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে বিশেষ সতর্ক থাকবেন বলেও জানিয়েছেন শতদ্রু।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।